অনুচ্ছেদ-১৬

সাধারণ রুলস (আইন-কানুন)

(ক) জাতীয় সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসমূহ গ্রীষ্মকালে ৪টি খেলা যথা ঃ সাঁতার (ছা[illegible]), ফুটবল (ছাত্র), কাবাডি (ছাত্র) ও হ্যান্ডবল (ছাত্র ও ছাত্রী)। শীতকালে ৬টি খেলা যথা ঃ এ্যাথলেটিকস (ছাত্র ও ছাত্রী), হকি (ছাত্র), ক্রিকেট (ছাত্র), বাস্কেটবল (ছাত্র), ব্যাডমিন্টন ছাত্রী (একক ও দ্বৈত), ভলিবল (ছাত্র ও ছাত্রী) মোট ১০টি খেলা পরিচালনা করিবে। উপজেলা/থানা, জেলা, উপ-অঞ্চল, অঞ্চল ও একইভাবে গ্রীষ্ম ও শীতকালে সর্বমোট দশটি খেলা পরিচালনা করিবে।

(খ) সমিতিসমূহ সারা বৎসরের কার্যসূচী প্রণয়ন করিবে।

(গ) উপজেলা/থানা সমিতির সাথে প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাহাদের জার্সির রং রেজিস্ট্রার করিতে পারিবে।

(ঘ) চারটি অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত রং ঃ

১। বকুল অঞ্চল .. সবুজ

২। পদ্ম অঞ্চল .. নীল

৩। গোলাপ অঞ্চল .. বেগুনী

৪। চাঁপা অঞ্চল .. [illegible]

(ঙ) গ্রীষ্মকালীন খেলা [illegible] উপ-অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হইলে শীতকালীন খেলা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অন্য উপ-অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হইবে।

(চ) উপজেলা/থানা, জেলা ও উপ-আঞ্চলিক স্ব-স্ব সমিতি পরবর্তী উচ্চতর সমিতির সাথে আলোচনাক্রমে তাহাদের জার্সির রং নির্ধারণ করিবে।

(ছ) প্রতি স্তরের খেলোয়াড়দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' অনুযায়ী যাবতীয় তথ্যাবলী [illegible] লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৭

[illegible]

উপ-ধারা ১ ঃ

প্রতিষ্ঠান প্রধানের সম্মতি ব্যতীত কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না। কোন দল বা কোন ছাত্র/ছাত্রী প্রতিষ্ঠান প্রধানের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত বাংলাদেশ জাতীয় [illegible] ও মাদরাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কোন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না। [illegible] নিয়ম ভংগকারী খেলোয়াড় বা প্রতিষ্ঠান জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া সমিতি কর্তৃক [illegible] প্রতিযোগিতার জন্য [illegible] বিবেচিত হইবে।

উপ-ধারা ২ ঃ

[illegible] প্রতিযোগিতার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান পরিশিষ্ট 'ক' মোতাবেক সকল [illegible] তালিকা (খেলোয়াড়দের [illegible] নম্বর [illegible] করিয়া) উপজেলা/থানা সমিতির [illegible] নিকট প্রতিযোগিতা আরম্ভ হওয়ার ৭ (সাত) দিন পূর্বে দাখিল করিবেন এবং তালিকার [illegible] উপ-অঞ্চল, অঞ্চল ও জাতীয় [illegible] কপি প্রেরণ করিবেন।

উপ-ধারা ৩ ঃ

জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া সমিতি কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতাসমূহ সমিতির নিজস্ব এবং সর্বশেষ প্রণীত আইন-কানুন.বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।

উপ-ধারা ৪ ঃ

প্রতিযোগিতা চলাকালে ছাত্র-ছাত্রীরা যেন শৃংখলা রক্ষা করে সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ অবশ্যই সজাগ দৃষ্টি রাখিবেন। কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে নির্দিষ্ট কোন প্রতিযোগিতায় অসদাচরণ করা হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের দল অথবা দায়ী ব্যক্তি বিশেষকে যে প্রতিযোগিতায় অন্যায় করিয়াছে সে প্রতিযোগিতা হইতে অথবা সমিতি হইতে বরখাস্ত করা যাইবে।

উপ-ধারা ৫ ঃ

কোন প্রতিষ্ঠানের খেলোয়াড় বা কোন ছাত্র-ছাত্রী খেলার মাঠে বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা করিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান দায়ী থাকিবে।

উপ-ধারা ৬ ঃ

অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজ নিজ দলের ও অঞ্চল হইতে আগত সমর্থকদের আচরণের জন্য দায়ী থাকিবে। প্রতিযোগিতার স্থান যেখানেই হোক না কেন তাহা বিবেচ্য হইবে না।

উপ-ধারা ৭ ঃ

সকল প্রতিযোগিতায় খেলা পরিচালনার ব্যাপারে কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। তবে সিদ্ধান্তসমূহ খেলাধুলার আইন-কানুনের সাথে সংগতিপূর্ণ হইতে হইবে।

উপ-ধারা ৮ ঃ

যে কোন স্তরের সমিতির যদি এই মর্মে ধারণা হয় যে, যে কোন প্রতিষ্ঠান বা উহার সমর্থকগণ অসদাচরণ করিতেছে তবে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিবেন।

উপ-ধারা ৯ ঃ

এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কোন ছাত্র/ছাত্রী একই শ্রেণী হইতে দুই শিক্ষাবর্ষের অধিক বাংলাদেশ স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

উপ-ধারা ১০ ঃ

স্কুল ও মাদরাসার কর্মদিবসের ৭৫% দিনের কম উপস্থিত কোন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

উপ-ধারা ১১ ঃ

১৭ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন ছাত্র/ছাত্রী জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

উপ-ধারা ১২ ঃ

উচ্চ শ্রেণী হইতে নিম্ন শ্রেণীতে নামাইয়া দেওয়া ছাত্র/ছাত্রীকে জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ লইতে দেওয়া হইবে না।

উপ-ধারা ১৩ ঃ

এ্যাথলেটিকস ও সাঁতারের প্রত্যেক প্রতিযোগীর ফটো বিদ্যালয়ের প্রধান কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে।

(ক) দলীয় খেলা ঃ

উপজেলা/থানা হইতে বিজয়ী দলের গ্রুপ ফটোর (সাইজ ৮"×৫") পাঁচ কপি তুলিয়া অপরদিকে ক্রমিক নং সহ খেলোয়াড়দের স্বাক্ষরযুক্ত একটি আলাদা তালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান ও উপজেলা/থানা স্কুল মাদরাসা ক্রীড়া সমিতির সম্পাদক কর্তৃক সত্যায়িতসহ পূর্ণ স্বাক্ষর ও সীল প্রদানপূর্বক ইহার এক কপি উপজেলা স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া সমিতির অফিসে সংরক্ষিত থাকিবে এবং বাকী ৪ কপি যথাক্রমে জেলা, উপ-অঞ্চল, অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদকদের নিকট পাঠাইতে হইবে।

(খ) ব্যক্তিগত খেলা ঃ

১। উপজেলা/থানা হইতে বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ী ব্যক্তিগত খেলায় প্রতিযোগীদের ফটো ও তালিকা অনুরূপভাবে পর্যায়ক্রমে পাঠাইতে হইবে।

২। উপজেলা/থানা হইতে বিভিন্ন পর্যায়ের বিজয়ীদের ফটো ও তালিকা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরবর্তী পর্যায়ে সম্পাদকের নিকট স্বাক্ষর ও সীলসহ অনতিবিলম্বে পাঠাইতে হইবে। অন্যথায় উক্ত প্রতিযোগীদের খেলায় অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে না।

অনুচ্ছেদ-১৮

খেলায় অংশ গ্রহণ ও খেলা অনুষ্ঠানের পদ্ধতি

(ক) বিভিন্ন বয়স ও উচ্চতার ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের এ্যাথলেটিকসে অংশ গ্রহণে সুযোগ প্রদানের জন্য ছেলেদের তিনটি গ্রুপে ও মেয়েদের ২টি গ্রুপে ভাগ করা হইয়াছে।

১। ছোট (শুধুমাত্র ছোটদের জন্য জেলা পর্যায় পর্যন্ত), (অনুচ্ছেদ ১৯ এর উচ্চতার ভিত্তিতে)।

২। মধ্যম (অনুচ্ছেদ ১৯ এর উচ্চতার ভিত্তিতে)।

৩। বড় (অনুচ্ছেদ ১৯ এর উচ্চতার ভিত্তিতে)।

(খ) ক্রিকেট, কাবাডি, ফুটবল, হকি, বাস্কেটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, হ্যান্ডবল ইত্যাদি প্রতিটি দলগত খেলায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব ছাত্র-ছাত্রীদের লইয়া গঠিত একটি মাত্র দল উপজেলা/থানা জোনাল পর্যায়ে অংশ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করিবে।

(গ) ফুটবল ও হকি দলে ৫ জন অতিরিক্ত খেলোয়াড়সহ মোট ১৬ জন খেলোয়াড়, কাবাডি, ভলিবল ও হ্যান্ডবল দলে ১২ জন, ক্রিকেট দলে ১৪ জন, বাস্কেট বল দলে ১০ জন, ব্যাডমিন্টন দ্বৈতে ২ জন এবং একককে ১ জন করিয়া খেলোয়াড় থাকিবে।

(ঘ) উপজেলা/থানা জোনাল কমিটি বিজয়ী দলকে জেলা পর্যায়ে পাঠাইবে এবং এইভাবে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত যাইবে।

(ঙ) উপজেলা/থানা সমিতি অবশ্য বিজিত দলের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের নামের একটি তালিকা সংরক্ষণ করিবে।

(চ) জাতীয় পর্যায়ে সাঁতার প্রতিযোগিতা, এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার ন্যায় দুইটি গ্রুপে যথা ঃ বালক বড় ও মধ্যম গ্রুপে অনুষ্ঠিত হইবে।

বিঃদ্রঃ সকল খেলা সর্বশেষে প্রণীত আইন-কানুন/বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৯

ক্রীড়া (দৌড়, ঝাপ ও নিক্ষেপ)

বালক ও বালিকাদের এ্যাথলেটিকস উচ্চতা ও বয়স-সীমার ভিত্তিতে ছেলেদের ৩টি ও মেয়েদের ২টি গ্রুপে অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

(ক) ছোট (ছেলে) ঃ অষ্টম বা উহার নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যয়নরত অনূর্ধ্ব ১৪ বৎসর বয়সের ও ৪′-৯″ পর্যন্ত উচ্চতাবিশিষ্ট (আইনানুযায়ী উপযুক্ত) ছাত্রগণ ছোটদের গ্রুপে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে (জেলা পর্যায় পর্যন্ত)।

(খ) মধ্যম গ্রুপ (ছেলে) ঃ ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অনূর্ধ্ব ১৪ বৎসর বয়স্ক ৫′-৩″ উচ্চতাবিশিষ্ট (আইনানুযায়ী উপযুক্ত) ছাত্রগণ মধ্যম গ্রুপে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(গ) মধ্যম গ্রুপ (মেয়ে) ঃ ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অনূর্ধ্ব ১৪ বৎসর বয়স্ক ৪′-১০″ উচ্চতাবিশিষ্ট (আইনানুযায়ী উপযুক্ত) ছাত্রীগণ মধ্যম (ছাত্রী) গ্রুপে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(ঘ) বড় গ্রুপ (ছেলে ও মেয়ে) ঃ অনূর্ধ্ব ১৭ বৎসর পর্যন্ত বয়সের এবং ৫′-৩″ ইঞ্চির অধিক উচ্চতাবিশিষ্ট ছাত্ররা বড়দের গ্রুপে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। ছাত্রীগণ ৪′-১০″ ইঞ্চির অধিক উচ্চতার হইলে বড় ছাত্রীদের গ্রুপে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(ঙ) ব্যক্তিগত/দলীয় যে কোন খেলায় অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রী হইলে তাহার বয়স ১৪ বৎসরের বেশী হইতে পারিবে না।

১। বালক ঃ (ক) বড় গ্রুপ ঃ

(১) ১০০ মিটার স্প্রিন্ট (২) ২০০ মিটার স্প্রিন্ট (৩) ৪০০ মিটার স্প্রিন্ট (৪) ৮০০ মিটার দৌড় (৫) ১৫০০ মিটার দৌড় (৬) বর্শা নিক্ষেপ (৭) দীর্ঘ লম্ফ (৮) উচ্চ লম্ফ (৯) লাফ ধাপ ও ঝাপ (১০) চাকতি নিক্ষেপ (১১) গোলপ নিক্ষেপ (১২ পাঃ) (১২) [illegible] যোগে উচ্চ লাফ (পোল ভল্ট) (১৩) ৪×২০০ মিটার যোগাযোগ দৌড়।

(খ) মধ্যম গ্রুপ ঃ

(১) ১০০ মিটার স্প্রিন্ট (২) ২০০ মিটার স্প্রিন্ট (৩) ৪০০ মিটার স্প্রিন্ট (৪) দীর্ঘ লম্ফ (৫) উচ্চ লম্ফ (৬) লাফ, ধাপ ও ঝাপ (৭) গোলপ নিক্ষেপ (৬ পাঃ) (৮) ৪×১০০ মিটার যোগাযোগ দৌড়।

(গ) ছোট গ্রুপ ঃ

(১) ১০০ মিটার স্প্রিন্ট (২) ২০০ মিটার স্প্রিন্ট (৩) দীর্ঘ লম্ফ (৪) উচ্চ লম্ফ (৫) ৪×৫০ মিটার যোগাযোগ দৌড়।

২। বালিকা ঃ (ক) বড় গ্রুপ ঃ

(১) ১০০ মিটার স্প্রিন্ট (২) ২০০ মিটার স্প্রিন্ট (৩) দীর্ঘ লম্ফ (৪) উচ্চ লম্ফ (৫) গোলাপ নিক্ষেপ (৮ পাঃ) (৬) বর্শা নিক্ষেপ (৭) চাকতি নিক্ষেপ (৮) ৪×১০০ মিটার যোগাযোগ দৌড়।

(খ) মধ্যম গ্রুপ ঃ (১) ১০০ মিটার স্প্রিন্ট (২) ২০০ মিটার স্প্রিন্ট (৩) দীর্ঘ লম্ফ (৪) উচ্চ লম্ফ (৫) বর্শা নিক্ষেপ (৬) ৪×১০০ মিটার যোগাযোগ দৌড়।

(জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া সমিতির কার্যকরী কমিটি বিষয়, গ্রুপ ইত্যাদি পরিবর্তন করিতে পারিবে)

বিঃদ্রঃ জাতীয় কমিটি কর্তৃক খেলার ঘোষিত সময়সূচী অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ে খেলা শুরুর তারিখ পর্যন্ত বয়স নিরূপণ করিতে হইবে।

৩। উপজেলা/থানা/জোনাল পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত খেলার প্রতিটি বিষয়ে দুইজনের অধিক প্রতিযোগীকে অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে না।

(চ) স্কোরের নিয়ম ঃ

একক বিষয়	দলগত বিষয়
১ম স্থানের জন্য ৬ পয়েন্ট	১২ পয়েন্ট
২য় স্থানের জন্য ৫ পয়েন্ট	১০ পয়েন্ট
৩য় স্থানের জন্য ৪ পয়েন্ট	৮ পয়েন্ট
৪র্থ স্থানের জন্য ৩ পয়েন্ট	৬ পয়েন্ট

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনবোধে যোগাযোগ দৌড়ের পয়েন্ট প্রতিযোগীদের মধ্যে বন্টন করা যাইবে।

(ছ) প্রাথমিক বাছাই পর্বে অংশগ্রহণ করে নাই এমন কোন ক্রীড়াবিদকে চূড়ান্ত পর্যায়ে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে না কিন্তু আঞ্চলিক বা জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ রেকর্ডের অধিকারী ক্রীড়াবিদ যদি উপজেলা/থানা/জোনাল পর্যায়ে অংশ গ্রহণ না করিয়া থাকে তবে তাহাকে পরবর্তী উচ্চতর পর্যায়ে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে।

(জ) বাছাই পর্বের পর চূড়ান্ত পর্যায়ে অংশ গ্রহণের জন্য যোগ্যতা অর্জনকারী কোন ক্রীড়াবিদ যদি নিজকে প্রতিযোগিতা হইতে প্রত্যাহার করে তবে তাহার স্থলে কাউকে স্থলাভিষিক্ত করা যাইবে না।

(ঝ) এ্যাথলেটিকস বিষয়ে ফিল্ড এন্ড ট্রাক ইভেন্টে অংশ গ্রহণকারী কোয়ালীফাইড [illegible] খেলোয়াড়গণ রিলে রেসে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। শুধুমাত্র রিলে রেসে কোন খেলোয়াড় [illegible] অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না। অনুরূপ সাঁতার প্রতিযোগিতায় একই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে। [illegible] হইতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত একই পদ্ধতি চলিবে।

অনুচ্ছেদ-২০

দলীয় খেলার সময় ও পদ্ধতি

(ক) (i) **খেলার সময়সীমা ঃ** ফুটবল-(৩৫+১০+৩৫=৮০ মিনিট), হকি-(৩০+১০+৩০=৭০ মিনিট), বাস্কেটবল-(২০+০৫+২০=৪৫ মিনিট), হ্যান্ডবল-(২৫+০৫+২৫=৫৫ মিনিট) ও কাবাডি-(২০+০৫+২০=৪৫ মিনিট)।

ক (ii) ক্রিকেট খেলা ২৫ ওভারে অনুষ্ঠিত হইবে। ভলিবল সর্বাধিক ৫ সেটে জয় পরাজয় নির্ধারিত হইবে। ব্যাডমিন্টন ২১ পয়েন্টের (প্রতি সেট) সর্বাধিক ৩ সেটে জয় পরাজয় নির্ধারিত হইবে।

(খ) **অমীমাংসিত খেলার ফলাফল নির্ধারণ পদ্ধতি ঃ** নক আউট পদ্ধতির প্রতিযোগিতায় কোন খেলা অমীমাংসিত থাকিলে আরও অতিরিক্ত ১৫ মিনিট (৭+১+৭) খেলা হইবে, তাহাতে ও যদি খেলার ফলাফল নির্ধারণ না হয় তবে "টাই ব্রেকার" পদ্ধতিতে ফলাফল নির্ধারণ করা হইবে। লীগ পদ্ধতিতে চ্যাম্পিয়ন বা রানার আপ নির্ধারণে যদি একাধিক টীম সমান সমান পয়েন্ট লাভ করিয়া থাকে তবে সংশ্লিষ্ট টীমের মধ্যে সর্বোচ্চ "গোল লাভের ভিত্তিতে" ফলাফল নির্ধারণ করা হইবে। তাতেও যদি ফলাফল নির্ধারণ করা সম্ভব না হয় তবে "টসের" মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারিত হইবে। খেলা আরম্ভের ১ ঘন্টা পূর্বে খলোয়াড়দের মাঠে রিপোর্ট করিতে হইবে।

(গ) কোন দল খেলার জন্য নির্ধারিত সময়ের ১০ মিনিট পূর্বে মাঠে উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হইলে উক্ত দলকে প্রতিযোগিতা হইতে বাদ দেওয়া হইবে। উপস্থিত দল ওয়াক ওভার পাইবে। কোন দল যদি আংশিকভাবে মাঠে উপস্থিত থাকে তবে ১০ মিনিট অপেক্ষা করিবার পর উপস্থিত খেলোয়াড়দেরকে লইয়াই রেফারী খেলা আরম্ভ করিবেন।

(ঘ) লীগ খেলার পয়েন্ট বন্টন ঃ প্রতিটি খেলার বিজয়ী দল ৩ পয়েন্ট এবং পরাজিত দল শূন্য পয়েন্ট পাইবে। অমীমাংসিত খেলায় প্রতিদল ১ পয়েন্ট করিয়া পাইবে। চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ নির্ধারণে যদি একাধিক দল সমান পয়েন্ট পায় তবে প্রতিযোগিতার সকল খেলার বিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে প্রদত্ত মোট গোল সংখ্যার মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারণ হইবে।

(ঙ) বিভিন্ন খেলা পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক প্রতিটি দলের প্রাপ্ত পয়েন্ট লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং কোন দল কতটি গোল লাভ করিল তাহা দলের খেলোয়াড়দের তালিকা অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করিবেন। প্রতিযোগিতা শেষে উক্ত বিবরণী প্রতিযোগী দলসমূহের মধ্যে বিতরণ করিবেন এবং খেলার ফলাফল সংরক্ষণ কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন।

(চ) প্রতিযোগিতা আরম্ভ হওয়ার কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের বিস্তারিত সময়-সূচী সংশ্লিষ্ট দলের নিকট অবশ্যই পাঠাইতে হইবে। কোন কারণবশতঃ পরবর্তীতে খেলার তারিখের কোন পরিবর্তন করা হইলে তাহা প্রতিযোগী দলকে খেলা আরম্ভের ২৪ ঘন্টা পূর্বে অবহিত করা হইলে উক্ত দল খেলার অংশ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইতে পারিবে না। অমীমাংসিত খেলার নোটিশ ১২ ঘন্টা পূর্বে দিলেই চলিবে।

(ছ) প্রতিযোগিতা চলাকালীন সময়ে সমিতির নিবন্ধনকৃত (এ্যাফিলিয়েটেড) প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের খেলার মাঠ সমিতির নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে। যে মাঠে খেলা অনুষ্ঠিত হইবে সেই মাঠে কর্তৃপক্ষ মাঠটিকে খেলার উপযোগী রাখার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করিবেন।

(জ) কোন খেলা সম্বন্ধে কোন আপত্তি বা অভিযোগ থাকিলে খেলা শেষ হওয়ার এক ঘন্টার মধ্যে দলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অথবা প্রতিষ্ঠান প্রধান ৫০০.০০ টাকা আপত্তি ফিসহ লিখিতভাবে আপত্তি (অভিযোগ) সমিতির সম্পাদক বা সহকারী বা কর্মকর্তার নিকট (যিনি উপস্থিত থাকিবেন) জমা দিবেন।

(ঝ) আপীল কমিটি আপত্তি শ্রবন ও নিস্পত্তি করিবেন। আপীল কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১২ ঘন্টার মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে কার্যকরী পরিষদের নিকট আপীল করা যাইবে এবং কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঞ) খেলার মাঠের আয়তন ও অবস্থা গোল পোস্ট ইত্যাদি অন্যান্য আনুষাংগিক বিষয়ে কোন প্রকার আপত্তি গ্রহণ করা যাইবে না।

(ট) ফুটবল ও হকি খেলায় আহত বা পরিশ্রান্ত খেলোয়াড়ের বদলে সর্বোচ্চ ৩ জন বদলী খেলোয়াড় খেলিতে পারিবে। অন্যান্য খেলায় প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বদলী খেলোয়াড় খেলিতে পারিবে।

(ঠ) এতদ্‌সংগে প্রদত্ত পরিশিষ্ট 'ই' অনুযায়ী খেলোয়াড়দের তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে।

(ড) খেলোয়াড়দের জার্সিতে নির্দিষ্ট মাপের নম্বর থাকিতে হইবে। দুই দলের জার্সির রং যদি একই রকম হয় তাহা হইলে রেফারী টস করিয়া কোন দল কমিটির জার্সি পরিধান করিবে তাহা নির্ধারণ করিবে।

(ঢ) প্রতিদল নিজ নিজ বল লইয়া মাঠে হাজির হইবে। রেফারী যে কোন বল দিয়া খেলা চালাইতে পারেন।

অনুচ্ছেদ-২১

সাঁতার

বালক ঃ

(ক) বড় গ্রুপ ঃ

(১) ১০০ মিটার মুক্ত সাঁতার (২) ২০০ মিটার মুক্ত সাঁতার (৩) ১০০ মিটার চিৎ সাঁতার (৪) ১০০ মিটার বুক সাঁতার (৫) ১০০ মিটার প্রজাপতি সাঁতার (৬) ৪×১০০ মিটার মিডলে রীলে, ৪ জনের দল (প্রথম চিৎ, পরে বুক সাঁতার তারপর প্রজাপতি ও সর্বশেষ প্রতিযোগীর মুক্ত সাঁতার)।

(খ) মধ্যম গ্রুপ ঃ

(১) ১০০ মিটার মুক্ত সাঁতার (২) ৫০ মিটার চিৎ সাঁতার (৩) ৫০ মিটার বুক সাঁতার (৪) ৫০ মিটার প্রজাপতি সাঁতার (৫) ৪×৫০ মিটার মিডলে রীলে সাঁতার।

(গ) উপজেলা/থানা/জোনাল সমিতি প্রতি ইভেন্টে ১ম ও ২য় স্থান অধিকারী সাঁতারুদেরকে জেলা পর্যায়ে পাঠাইবে এবং এই ভাবে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত চলিবে।

(ঘ) উপযুক্ত পোষাকবিহীন সাঁতারুকে বিচারকগণ অযোগ্য ঘোষণা করিতে পারিবে।

(ঙ) মুক্ত সাঁতার যে কোন পদ্ধতিতে দিতে পারিবে কিন্তু পদ্ধতিগত সাঁতারে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবশ্যই মানিয়া সাঁতার দিতে হইবে।

(চ) প্রতিটি প্রতিষ্ঠান প্রতিটি আইটেমে দুইজন সাঁতারু এবং একটি রীলে টিম উপজেলা/জেলা পর্যায়ে প্রেরণ করিবে এবং এ নিয়ম জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত চলিবে পরিশিষ্ট 'ঘ' অনুযায়ী প্রতিযোগীদের নামের তালিকা গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত প্রবেশ ফি সহ দাখিল করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-২২

যথার্থ ছাত্রছাত্রী

(ক) যে প্রতিষ্ঠান হইতে কোন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে চায়, সে যদি উক্ত প্রতিষ্ঠানে যথাযথ নিয়মে ভর্তি হইয়া নিয়মিতভাবে ক্লাসে উপস্থিত থাকে তবে যথার্থ ছাত্র/ছাত্রী বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লইয়া ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রী ব্যাতীত অন্য যে কোন ছাত্র/ছাত্রী যদি প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার ৬ মাস পূর্ব হইতে প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত না থাকে এবং বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সময় হইতে বিদ্যালয়ের কার্য দিবস এর ৭৫% দিন উপস্থিত না থাকে তবে সে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের যোগ্য বিবেচিত হইবে না।

এস,এস,সি পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত ভর্তির নিয়ম মানিয়া ভর্তি হওয়া ছাত্র/ছাত্রী যদি অন্যান্য আইনানুযায়ী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের উপযুক্ত হয় তবে তাহাকে যোগ্য প্রতিযোগী বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(গ) ভুয়া পরিচয় ঃ খেলোয়াড়দের ভুয়া পরিচয় প্রদান যদি প্রমাণিত হয় অথবা গঠণতন্ত্র অনুযায়ী খেলার অনুপোযোগী কোন ছাত্র/ছাত্রীর প্রকৃত তথ্য গোপন করে খেলায় অংশ গ্রহণ করানো হয় এবং যে কোন স্তরে উহা ধরা পড়ে তাহা হইলে উক্ত খেলোয়াড়/দলকে এক বৎসরের জন্য (দলগত ও ব্যক্তিগত) খেলায়/প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে না। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও শারীরিক শিক্ষা শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তি হিসাবে বেতন ভাতার সরকারী অংশ বন্ধ এমনকি বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পর্যন্ত ও বাতিল করা হইতে পারে। খেলা শেষ হওয়ার পরেও গোপনীয়ভাবে রিপোর্ট পাওয়া গেলে শাস্তির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

অভিযোগের ভিত্তিতে জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাস্তি আরোপ করা হইবে।

(ঘ) এস,এস,সি পরীক্ষার পরীক্ষার্থীগণ বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী তাহাদের বিদ্যালয়ের যে মাস পর্যন্ত বেতন পরিশোধ করিয়াছে সে মাস পর্যন্ত তাহারা স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।

(ঙ) পরিশিষ্ট 'ক' অনুযায়ী প্রধান শিক্ষকের একটি সার্টিফিকেট এবং পরিশিষ্ট 'গ' অনুযায়ী অন্য একটি সার্টিফিকেট প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার অন্ততঃ পক্ষে ৭ দিন পূর্বে সমিতির নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিগত/গ্রুপ ফটোসহ উপজেলা/থানা/জোন পর্যায়ের সম্পাদকের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং উহার কপি পর্যায়ক্রমে জেলা/উপ-অঞ্চল/অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ের সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

(চ) স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নিজ নিজ মাতাপিতা/অভিভাবকের লিখিত সম্মতিপত্র পরিশিষ্ট ('খ' অনুযায়ী) সংগ্রহ করিয়া তাহা প্রধান শিক্ষকের অফিসে দাখিল করিতে হইবে।

(ছ) বিদ্যালয়ের পক্ষে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র/ছাত্রী যদি বদলী হইয়া অন্য একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তবে সেই ছাত্র/ছাত্রীকে শেষোক্ত বিদ্যালয়ের পক্ষে উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে দেয়া হইবে না।

(জ) বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া সমিতির যে কোন স্তরের সমিতি অত্র গঠনতন্ত্রের আইন ভংগকারী যে কোন প্রতিযোগী বা প্রতিযোগী দলকে অযোগ্য ঘোষণা করিতে পারিবে।

(ঝ) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের পরবর্তী ৬(ছয়) মাসের মধ্যে ছাত্র/ছাত্রীদের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য জরীপের ব্যবস্থা করা হইবে।

অনুচ্ছেদ-২৩

চ্যালেঞ্জ ট্রফি শীল্ডকাপ

চ্যালেঞ্জ ট্রফিসমূহ সমিতির সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং তাহা কোন অবস্থাতেই বিজয়ী দল স্থায়ীভাবে রাখিতে পারিবে না। তিন মাস পর্যন্ত বিজয়ীদল তাহাদের প্রতিষ্ঠানে হেফাজতে ট্রফি রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। ট্রফি যথাযথ অবস্থায় ফেরৎ দেয়ার পুরোপুরী দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের। ট্রফি হারাইয়া গেলে বা নষ্ট হইয়া গেলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় উহার অনুরূপ বদলী ট্রফি প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

অনুচ্ছেদ-২৪

প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ না করা

বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল ও ক্রীড়া সমিতির আইনে প্রতিষ্ঠানের জন্য স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ বাধ্যতামূলক। অন্যথায় অংশ গ্রহণে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিল করা যাইতে পারে।

অনুচ্ছেদ-২৫

তহবিলের ব্যবহার

সমিতির তহবিল নিম্নোক্তভাবে ব্যয় করা হইবে ঃ

(ক) জাতীয় সমিতি ঃ

(১) জাতীয় পর্যায়ে ক্রিকেট, কাবাডি, ফুটবল, হকি, বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, এ্যাথলেটিকস, সাঁতার ইত্যাদি প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য ব্যয়।

(২) দলীয় খেলার খেলোয়াড়দের এবং এ্যাথলেটিকস, সাঁতার প্রতিযোগীদের থাকা, খাওয়া ও নাস্তার জন্য ব্যয়।

(৩) প্রতিদিন খেলার শেষে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়দের নাস্তা প্রদানের জন্য ব্যয়।

(৪) ট্রফি সনদপত্র ও পুরস্কারের মূল্য প্রদানের জন্য ব্যয়।

(৫) প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী প্রতিযোগীদের ফেরৎ ভ্রমণের জন্য অর্থ প্রদান।

(৬) সভায় এবং প্রতিযোগিতায় উপস্থিতির জন্য সদস্যবৃন্দের যাতায়াত, সমাপনী ও নাস্তা খরচের জন্য ব্যয়।

(৭) গাড়ীর তৈল, রক্ষণাবেক্ষণ ও আনুষংগিক ব্যয়।

(৮) শারীরিক শিক্ষা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যয়।

(৯) জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ও রানার-আপ দলের প্রতিষ্ঠানকে খেলার সরঞ্জাম প্রদানের জন্য ব্যয়।

(১০) জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ও রানার-আপ দলের খেলোয়াড় এবং এ্যাথলেটিকস ও সাঁতারে প্রত্যেক ইভেন্টে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীকে প্রাইজ হিসাবে টোকেন মানি প্রদানে ব্যয়।

(১১) টাইপিস্ট-কাম-ক্লার্ক/উচ্চমান সহকারী এর বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য ব্যয়।

(১২) গাড়ী চালকের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য ব্যয়।

(১৩) এম,এল,এস,এস এর বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য ব্যয়।

(১৪) কর্মচারীদের গ্রাচুইটি প্রদান।

(১৫) বিবিধ আনুষংগিক খরচের জন্য ব্যয়।

(খ) আঞ্চলিক সমিতি ঃ

(১) আঞ্চলিক পর্যায়ে ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি, হকি, বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল, এ্যাথলেটিকস, সাঁতার ইত্যাদি প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য ব্যয়।

(২) দলীয় খেলার খেলোয়াড়দের এবং এ্যাথলেটিকস ও সাঁতার প্রতিযোগীদের থাকা, খাওয়া ও নাস্তার জন্য ব্যয়।

(৩) প্রতিদিন খেলার শেষে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়দের নাস্তা প্রদানের জন্য ব্যয়।

(৪) সনদ পত্র ও পুরস্কার ক্রয়ের জন্য ব্যয়।

(৫) প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদেরকে জাতীয় পর্যায়ে প্রেরণের জন্য ব্যয়।

(৬) খন্ডকালীন সময়ের ক্লার্ক-কাম-টাইপিস্ট ও পিয়নের সম্মানী প্রদানের জন্য ব্যয়।

(৭) সভা ও প্রতিযোগিতায় উপস্থিতির জন্য সদস্যবৃন্দের যাতায়াত, সম্মানী ও নাস্তা খরচের জন্য ব্যয়।

(৮) বিবিধ আনুষংগিক খরচের জন্য ব্যয়।

(গ) উপ-আঞ্চলিক সমিতি ঃ

(১) উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি, হকি, বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল, এ্যাথলেটিকস, সাঁতার প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য ব্যয়।

(২) দলীয় খেলার খেলোয়াড়দের এবং এ্যাথলেটিকস ও সাঁতার প্রতিযোগীদের থাকা-খাওয়া ও নাস্তার জন্য ব্যয়।

(৩) প্রতিদিন খেলার শেষে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়দের নাস্তা প্রদানের জন্য ব্যয়।

(৪) সনদ পত্র ও পুরস্কার ক্রয়ের জন্য ব্যয়।

(৫) প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী প্রতিযোগীদেরকে আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রেরণের জন্য ব্যয়।

(৬) খন্ডকালীন সময়ের ক্লার্ক-কাম-টাইপিস্ট ও পিয়নের সম্মানী প্রদানের জন্য ব্যয়।

(৭) সভা ও প্রতিযোগীতায় উপস্থিতির জন্য সদস্যবৃন্দের যাতায়াত, সম্মানী ও নাস্তা খরচের জন্য ব্যয়।

(৮) বিবিধ আনুষংগিক খরচের জন্য ব্যয়।

(ঘ) জেলা সমিতি ঃ

(১) জেলা পর্যায়ে ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি, হকি, বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল, এ্যাথলেটিকস, সাঁতার ইত্যাদি প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য ব্যয়।